বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

ভূমিকা

ইংরেজি ভাষায় লেখা আমার দুটি বই (একটিতে সহলেখক) আছে। বই দুটি আবার চীনা ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাই আমার বইয়ের সঙ্গে তিন ভাষাভাষী পাঠকের পরিচয়ের সুযোগ থাকলেও মাতৃভাষা বাংলায় বই নেই কেন—অনেকেই এ প্রশ্ন করেছেন।

অথচ বাংলা ভাষায় লিখিনি এমন নয়। জাতীয় দৈনিকসমূহে ও ব্লগে বিভিন্ন সময়ে আমার দুই শতাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগই সমসাময়িক বিষয়ের ওপর। জুলাই-গণঅভ্যুত্থান, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, মানুষ, সুশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে দুই হাতে লিখেছি।

পত্রিকায় ছাপা লেখাগুলোকে বইয়ের রূপ দেওয়া সহজ কাজ নয়। এজন্য নিবন্ধ বাছাই, রচনাসমূহের বিন্যাসে একটা সংগতি রক্ষা করা, তথ্য হালনাগাদ করাসহ প্রাসঙ্গিক আরও অনেক কাজ করতে হয়। এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমি দিতে পারিনি। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবু আমার চিন্তা, মত, ও বিশ্লেষণ একটা সময়ের সাক্ষী হিসেবে থাকবে বিবেচনায় বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য বইটি প্রকাশে সম্মতি দিয়েছি।

বই প্রকাশের জন্য তাড়া দিয়েছেন *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান, *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত নিবন্ধের নমুনাও দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি প্রকাশে বাতিঘরের কর্ণধার দীপঙ্কর দাশ আস্থা ও সাহস জুগিয়েছেন। বাতিঘরের প্রধান সম্পাদক জাফর আহমদ রাশেদ রচনাগুলোকে বইয়ে রূপান্তরের কাজে সাহায্য করেছেন। সহযোগিতা করেছেন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের তৎকালীন কর্মী তানিয়া আফরোজ। দুজনের প্রতিই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। আমার স্ত্রী দিলরুবা কবির বিভিন্ন সময়ে নিবন্ধগুলো পড়ে মতামত দিয়েছেন, তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

কবুল করে নিচ্ছি, বইয়ের শিরোনাম কারও কারও কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। পাঠক হয়তো এ বিষয়ে একটি গবেষণমূলক বই আশা করছেন। কিন্তু সে বই আমি লিখিনি। বরং সমসাময়িক ঘটনা, তথ্য, উপাত্ত, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন মতের পাঠক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এর আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। লেখাগুলো ২০০৯ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ের বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দুঃশাসনের কিছু চিত্রও বইটিতে পাওয়া যাবে।

শুরুতে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু গোছানো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আমার দ্বিধা কেটেছে। আশা করি বইটি পাঠকের ভালো লাগবে।

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান
ঢাকা, জুলাই ২০২৫

সূচিপত্র

অর্থনীতি ও উন্নয়ন

বাংলাদেশে অনর্থনীতিচর্চা ১৩
মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরার কি কোনো উপায় নেই ১৮
ডান হাত, বাঁ হাত এবং অজুহাত ২২
নৈতিক ক্ষোভ : বয়কট থেরাপি চলুক ২৬
ব্যাংকিং ব্যবস্থা : অর্থনীতি নিয়ে ‘নয়ছয়’ বন্ধ হোক ৩০
বিশ্বব্যাংক কি পথ হারিয়েছে ৩৪
অর্থনৈতিক বিশ্বযুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেল ৩৮
মাথাপিছু আয় ও অধরা উন্নয়ন ৪২
অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ, আর্থিক সংকট ও শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা ৪৬
বাংলাদেশ ও ভারতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বৈরথ ৫১
নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক সংস্কার ৫৫
করব্যবস্থা আয়কর না ব্যয়কর ৬০
আমানতের সুদ ও মুনাফা : সঞ্চয়কারীরা অপরাধী নন ৬৩
মাখন বনাম বন্দুক ৬৭
শিল্পায়ন এগিয়ে যাক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম তৈরি করে ৭১
‘ফ্রি লাঞ্চ’ বলে কিছু নেই ৭৫
চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা : বর্ষা সামনে রেখে যা করছি, যা করতে হবে ৮০
উন্নয়নের পথে আমাদের উল্টো যাত্রা ৮৪
আধুনিক অর্থনীতির জনককে নিয়ে বাংলাদেশে চর্চা নেই কেন ৮৮
পাকিস্তানের বিপথগামী উন্নয়ন ৯২
বাংলাদেশের দারিদ্র্য, আয়বৈষম্য ও মার্টিন রাভালিয়ন ৯৬
ভোট কিংবা ব্যাংক লোপাট : ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না ১০০
দাম বাড়ানোই একমাত্র সমাধান নয় ১০৪
রুগ্‌ণ অর্থনীতির ডাক্তার এখন শহরে ১০৮

পেনশন নিয়ে আর টেনশন নয় ১১২
মধ্যবিত্ত কি এখন নিম্নবিত্ত হবে ১১৭
বাংলাদেশিরা ভারতে যায় কেন ১২১
দাতব্য প্রতিষ্ঠান : সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুযোগ দরকার ১২৫
চিকিৎসা, দেশে না বিদেশে ১২৯
মেগা প্রকল্প : উন্নয়ন প্রকল্প 'তাজমহল' নয় ১৩৩
করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা : আর্থিক বনাম নীতিসহায়তা ১৩৭
প্রতিবেশী : 'উন্নয়নের রাজনীতি'র সরল বয়ান ১৪২
সন্দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে কিছু সুপারিশ ১৪৫
সন্দ্বীপের ঈদযাত্রা : বাড়ি না গিয়ে ঠাঁই যখন থানা হাজতে ১৫০
আমি বাজেট দিলে কী করতাম ১৫৪
পেঁয়াজের বিমানযাত্রা ১৬০

নবায়নযোগ্য শক্তি ও জ্বালানি

ইডকলের ২৫ বছর : এক অনুসরণীয় সাফল্যগাথা ১৬৭
নবায়নযোগ্য শক্তিতে উত্তরণে চ্যালেঞ্জ কতটা ১৭১
নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা কতটা ১৭৭
মেগাওয়াটের পাশাপাশি নেগাওয়াট নিয়ে ভাবতে হবে ১৮৩
জ্বালানি তেলের দরপতন ও আমাদের করণীয় ১৮৭
এলএনজি আমদানি নিয়ে শঙ্কা ও করণীয় ১৯০

বাংলাদেশে অনর্থনীতিচর্চা

সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। এসব দেশের সরকার কোভিড অতিমারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এর কারণ বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও এর মূল কারণ এসব দেশে অনর্থনীতিচর্চা।

অনর্থনীতি কী?

অর্থনীতি কী, সেটা সবাই জানি। কিন্তু অনর্থনীতি কী? সাধারণভাবে যেসব নীতি ও কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হলে দেশের অর্থনীতিতে অনর্থ ঘটে, সেগুলোই অনর্থনীতি। বিশেষ করে সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির তত্ত্ব ও নিয়ম থেকে ব্যত্যয়কে আমরা অনর্থনীতি বলতে পারি।

দেশে অনর্থনীতিচর্চা বেড়েছে

সাম্প্রতিককালে অনর্থনীতিচর্চা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তাই প্রথমেই সংক্ষেপে পৃথিবীর সব দেশে সরকারের ছয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এর বিপরীতে বাংলাদেশে অনর্থনীতিচর্চার কিছু উদাহরণ তুলে ধরব।

ক. আইনি ও সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা

এ কর্মকাণ্ডের আওতায় সরকার আইন, আদালত ও সম্পত্তির অধিকার, মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে আইনি কাঠামোর দুর্বলতার বড় উদাহরণ হলো বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী আইন (গভর্নিং ল) হিসেবে বিলেতের আইনসহ

ভিনদেশি আইনি কাঠামো গ্রহণ, সালিশ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র হিসেবে লন্ডন ও সিঙ্গাপুরের মতো স্থান নির্ধারণ। আইনি দুর্বলতা ছাড়াও বিচারকদের যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা ও সততার অভাব, বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাজট এজন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহে ব্যর্থতার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো, দেশে মার্কিন ডলারে মোট দেশজ উৎপাদনের আকার বেশি দেখানোর জন্য ডলারের দাম ধরে রাখা হয়েছিল এবং একই সঙ্গে মাথাপিছু আয় বেশি দেখানোর জন্য লোকসংখ্যা কম দেখানো হয়েছিল। এসবই করা হয়েছিল মাথাপিছু জিডিপি বেশি দেখিয়ে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হয়ে গেছে এ প্রচারণার জন্য। এখন সেটার ধাক্কা সামলাতে টাকার দ্রুত ও ব্যাপক অবমূল্যায়ন হয়েছে।

খ. প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা

এখানে সরকারের কাজ হলো অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন বলবৎ ও কার্যকর এবং একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা যাতে মানসম্মত পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে পেতে পারেন। সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দাম, সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়।

বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা কেবল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমিত। বড় ব্যবসায়ীদের কার্টেল কীভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ায়, তা আমরা জানি। সরকারি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত বলা চলে। বিস্ময়কর হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার নির্বাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

গ. সামাজিক পণ্য ও সেবার ব্যবস্থা করা

প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সর্বজনীন পণ্য ও সেবা, যা বাজারব্যবস্থা সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম তা সরবরাহ করা সরকারের দায়িত্ব। সামাজিক পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে অনর্থনীতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত হলো আমাদের হাসপাতাল ও স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা, বিদ্যুৎ খাতে অনিয়ম ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে অবিশ্বাস্য বিলম্ব ও আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি।

ঘ. আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন

দেশে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য সীমিতকরণের লক্ষ্যে, ধনীদের থেকে উচ্চহারে কর আদায়, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সৃষ্টি, স্বল্পমূল্যে মৌলিক চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন করা সরকারের অন্যতম একটি কাজ। ধনীদের থেকে কর আদায়ে নীতিব্যর্থতার একটি বড় ফলাফল হলো ক্রমাগতভাবে কর ও জিডিপির অনুপাত হ্রাস। অপ্রতুল কর রাজস্বের কারণে কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর প্রসার করা যাচ্ছে না।

আবার যৎসামান্য কর্মসূচির সুফল দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না পথিমধ্যে বেহাত হওয়ার কারণে। ফলে আয়বৈষম্য বেড়েছে, জাতীয় আয়ের ১৬.৩ শতাংশ কুক্ষিগত হয়েছে ১ শতাংশ মানুষের হাতে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অপ্রতুল বিনিয়োগ আরেকটি বড় অনর্থনীতি। এখন অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া ভৌত অবকাঠামো কেবল কঙ্কালমাত্র।

ঙ. বাহ্যিকতা সংশোধন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

সিগারেটের মতো নেতিবাচক বাহ্যিকতার জন্য কর আরোপ, যাতে এসব পণ্য কম উৎপাদিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ও মৌলিক চিকিৎসার মতো ইতিবাচক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করা, যাতে এসব পণ্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ে। পরিবেশের ওপর উন্নয়ন কার্যক্রমের বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত করা ও উপশমের ব্যবস্থা নেওয়া। এ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার প্রমাণ হলো, পরিবেশ বিবেচনায় ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯।

চ. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

সরকারের বাজেট ও মুদ্রানীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও বেকারত্ব লাঘব করা সরকারের একটি মৌলিক কর্তব্য।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে যে বাজেট এবং আর্থিক ও মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার স্বাধীনতা হারিয়ে কায়েমি স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাদের পরামর্শে সুদের হার 'নয়-ছয়' নির্ধারিত হচ্ছে, খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল হচ্ছে, মানি লন্ডারিং বাড়ছে। তাই সাধারণ মানুষ আর্থিক নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে, খেলাপি ঋণ বাড়ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, মুদ্রার মান ও বিনিয়োগ কমছে। এ কারণে বেকারত্ব বাড়ছে।

রাজনীতিবিদেরা অনর্থনীতি পছন্দ করেন কেন

অর্থনীতিবিদেরা পরামর্শক হিসেবে কাজ করলেও পূর্বোক্ত ছয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিন্তু রাজনীতিবিদদের হাতে।

এখন কথা হলো রাজনীতিবিদেরা অনর্থনীতি পছন্দ করেন কেন? এর প্রধান কারণগুলো হলো :

১. রাজনীতিবিদদের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব অথবা সবজান্তা ভাব। ফলে তাঁরা আমলা কিংবা অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন বা পরামর্শের ধার ধারেন না।

২. বিষয় সম্পর্কে জানলেও তাঁরা কায়েমি স্বার্থের বশীভূত (রেগুলেটরি ক্যাপচার)। অর্থাৎ রাজনীতিবিদেরা যাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা তাঁরাই রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩. স্বার্থের সংঘাত (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) সম্পর্কে ধারণার অভাব বা তা পরিহার করতে ব্যর্থতা। চার. জনতুষ্টি ও দুর্নীতির প্রবণতা।

অর্থনীতিবিদ জন কেইনসের দম্ভোক্তি

প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ কেইনস তাঁর *জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি* গ্রন্থে দাবি করেছেন, 'অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের চিন্তাধারা যখন সঠিক, এমনকি ভুল হলেও তা যেমনটি মনে করা হয়, তার থেকে বেশি শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে তারাই দুনিয়া শাসন করে।

'বাস্তববাদী মানুষ, যারা নিজেদের কারও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবমুক্ত মনে করে, তারা আসলে কোনো না কোনো বাতিলকৃত অর্থনীতিবিদের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।' যদি তা-ই হয়, তবে রাজনীতিবিদেরা অনর্থনীতিচর্চা করে পার পেয়ে যান কীভাবে?

তবে কি আইএমএফ বাতিলকৃত অর্থনীতিবিদ

তবে কি কেইনস ভুল বলেছিলেন! আমার তা মনে হয় না। অর্থনীতি অনেকটা প্রতারিত প্রেমিকের মতো, প্রতিশোধপরায়ণ! তাই অনর্থনীতি অনুসরণকারী রাজনীতিবিদেরা তাঁদের স্বার্থের কারণে দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেন। তা থেকে উত্তরণের পথ বন্ধ হয়ে গেলে রাজনীতিবিদেরা আবার সাহায্যের জন্য অর্থনীতিবিদদের দ্বারস্থ হন। যেমন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ আইএমএফের দ্বারস্থ হয়েছে। আইএমএফের

শর্তগুলো, যেমন কর রাজস্ব বাড়ানো, মুদ্রামান ও সুদের হার বাজারনির্ভর করা, ভর্তুকি প্রত্যাহার ইত্যাদি দেখলে বোঝা যাবে এগুলো আর কিছু নয়, অনর্থনীতি থেকে অর্থনীতিতে ফেরার দাওয়াই মাত্র। তাই সংগতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি আইএমএফ কেইনস কথিত বাতিলকৃত অর্থনীতিবিদ?

আমরা চাই দেশে অনর্থনীতিচর্চা বন্ধ হোক। সুস্থ অর্থনীতির ধারায় ফিরে দেশ এগিয়ে যাক।